## অধ্যায় - ২ ♦ শরিয়তের উৎস

### জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তরঃ

১। শরিয়ত কী ?

উত্তর ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলে (সা.) মানুষের কল্যাণের জন্য ইসলামের বিধিবিধান জারি করেছেন। এ বিধিবিধানকেই বলা হয় শরিয়ত।

২। আল-কুরআন কী ?

উত্তর ঃ আল-কুরআন হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব।

৩। আল-কুরআন সংরক্ষক কে ?

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আল-কুরআনের সংরক্ষক।

৪। 'তিলাওয়াত' শব্দের অর্থ কী ?

উত্তর ঃ তিলাওয়াত শব্দের অর্থ পাঠ করা, আবৃত্তি করা, পড়া, অনুসরণ করা ইত্যাদি।

৫। নাযিরা তিলাওয়াত মানে কী ?

উত্তর ঃ আল-কুরআন দেখে পড়াকে নাযিরা তিলাওয়াত বলে।

### অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তরঃ

১। শরিয়তের যেকোনো একটি উৎস ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ কুরআন মজিদ শরিয়তের চারটি উৎসের প্রথম ও প্রধান উৎস। কুরআন মজিদ শরিয়তের অকাট্য দলিল। এর ওপরই শরিয়তের মূল কাঠামো দন্ডায়মান। আল-কুরআনে শরিয়তের বিধিবিধান সংক্রান্ত আলোচনা সংক্ষিপ্তাকারে রয়েছে হাদিসে রয়েছে ওই সবের বিশ্লেষণ। এখানে আল্লাহ পাক বলেন, আমি তো কুরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। ( সূরা আদ-দুখান, আয়াত ৫৮)

২। মক্কি সূরা বলতে কী বোঝায় ?

উত্তর ঃ মহানবি (সা.) এর নবুয়ত প্রাপ্তি থেকে মদিনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় অবস্থানকালীন যাযিলকৃত সূরাগুলোকে মক্কি সূরা বলে। এ সময় রাসুল (সা.) মক্কার বাইরে অবস্থানকালে আয়াত নাযিল হলেও তা মক্কি সূরার অন্তর্ভূক্ত। আল-করআন মক্কি সূরার সংখ্যা ৮৬।

৩। নাযিরা তিলাওয়াত বলতে কী বোঝায় ?

উত্তর ঃ আরবি শব্দ 'নাযিরা' অর্থ দেখা। তিলাওয়াত অর্থ পাঠ করা, অনুসরণ করা, আনুধাবন করা। অতএব নাযিরা তিলাওয়াত অর্থ কুরআন মজিদ দেখে দেখে পড়া। দেখে দেখে শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা উত্তম ইবাদত। এতে অনেক সওয়াব বা নেকি পাওয়া যায়।

৪। ইসলামের দৃষ্টিতে শূকরের গোস্ত খাওয়া হারাম কেন ?

উত্তর ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে শূকরের গোস্ত হারাম ঘোষণার কারণ হচ্ছে এর মধ্যে এমন সব উপাদান থাকে, যা মানুষের দেহে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এ ছাড়া বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সোয়াইন ফ্লু'র প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে, যার জীবাণু শূকরের মাধ্যমে মানব দেহে প্রবেশ করে মানবজীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। শূকরের গোস্ত মানবদেহের ক্ষতিসাধন ছাড়াও সামাজিক পরিবেশও বিনষ্ট করে।

৫। হারাম বলতে কী বোঝায় ?

উত্তর ঃ হারাম হালালের বিপরীত শব্দ। এর অর্থ অবৈধ বা নিষিদ্ধ। উসলামের পরিভালায়, যেসব বিষয় কুরআন হাতিস দ্বারা পরিষ্কারভাবে অবৈধ প্রমাণিত তাকে হারাম বলে।

### ১.নং প্রশ্নের উত্তর

আলাল এবং দুলাল দুই বন্ধু। আলাল শরিয়তের নিয়ম অনুসরণ করে চলে। কিন্তু দুলাল শরিয়ত মানে না সে তার ইচ্ছামতো চলাফেরা করে। আলালের জীবনের সব কাজ সঠিকভাবে হয়। কিন্তু দুলালের কোনো সঠিক পথনির্দেশনা নেই। আলাল দুলালখে বলল, শরিয়ত হলো জীবন পপরিচালনার দিকনির্দেশনা। তুমি এর আলোকে জীবন ধারণ করলে সফলতা লাভ করবে।

ক. শরিয়ত কী ?

খ. ইসলামের দৃষ্টিতে শরিয়তের বিষয়বস্তুকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ?

গ. দুলালের জীবনে শরিয়ত কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দুলাল কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে জীবন ধারন করলে সফলতা লাভ করবে তা মূল্যায়ন কর।

**উত্তরঃ (ক)**

মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স) যেসব আদেশ নিষেধ ও পথনির্দেশনা মানুষকে জীবনা পরিচালনার জন্য প্রদান করেছেন তাকে শরিয়ত বলে ।

**উত্তরঃ (খ)**

ইসলামের দৃষ্টিতে শরিয়াতের বিষয়বস্তুকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- আকিদা, নৈতিকতা ও বাস্তব কার্যকম সংক্রান্ত নিয়ম।

শরিয়তে বিশ্বাস করে পথ চলার নাম আকিদা। সৎ চরিত্রের পথ অনুসরণ করা এবংক সকলের সাথে সদা সত্য কথঅ বলা শরিয়তের বির্ধান যা নৈতিকতা। মানুষের আর্থ- সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সকল কাজ শরিয়তের এ বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

**উত্তরঃ (গ)**

শরিয়ত হলো জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা। শরিয়তের মাধ্যমে জীবনের নানা ক্ষেত্রে ইসলামি বিধি-নিষেধ জানা যায়। শরিয়ত আমাদের ইবাদত পদ্ধতি ও নিয়মকানুন শিক্ষা দেয়। শরিয়ত মেনে চললে আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল খুশি হন। শরিয়তের বর্ণনার মাধ্যমে সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি কীভাবে, কোথায়, কোন সময় আদায় করতে হয় তা জানা যায়। শরিয়তের একাংশ পালন করা এবং অন্য অংশ অস্বীকার করা গুরুতর পাপ। দুলাল শরিয়তের নিয়ম না মেনে পাপ কাজ করছে। আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ করতে হলে অবশ্যই তাকে শরিয়তের নিয়ম অনুসরণ করে চলত হবে। তাতে তার পাপ অনেকাংশে কম হবে এবং জীবনের প্রত্যেকটি কাজে সফলতা পাবে। তাই বলা যায় দুলালের জীবনে শরিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম।

**উত্তরঃ (ঘ)**

শরিয়ত হলো ইসলামি জীবন পদ্ধতি। এটি হরো আল্লাহ তায়ালার ও তাঁর রাসুলের আদেশ নিষেদ ও দিকনির্দেশনার সমষ্টি। শরিয়তের প্রধান উৎস হলো আল-কুরআন ও আল- হাদিস। যাতে সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা রয়েছে। মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের সমাধানসূচক মূলনীতি ও ইঙ্গিত আল-কুরআনে বিদ্যমান। আল-কুরআন আল্লাহর বাণী। নবিজির নির্দেশিত বিষয় হলো সুন্নাহ। তাছাড়াও শরিয়তের আরও দুটো উৎস রয়েছে ইজমা ও কিয়াস। ইজমা হলো আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত মুসলমানদের জন্য এক বিশেষ মর্যাদা ও নিয়ামত। ইজমা শরিয়তের অন্যতম দলিল। এর বৈধতা কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রামাণিত। পূর্ব সিদ্ধান্তকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে পূর্বের আইন প্রয়োগ করা হলো কিয়াস।

সুতরাং সার্বিক দিক বিবেচনায় ইসলামিত জীবন পদ্ধতি অর্থাৎ শরিয়তভিত্তিক জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করলে দুলাল সফলতা লাভ করবে।

## ২.নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

তাসিন ও তাসনিম দুই বন্ধু। তারা উভয়েই রমযানে মাসের শেষ বিশদিন ইবাদতে ব্রতী হওয়ার সংকল্প করেন। ফলে তাসিন রমযানের বিশ তারিখ হতে নিকটবর্তী মসজিদে ইতিকাফের মাধ্যমে ইবাদত-বন্দেগিতে রত থাকেন। অপরপক্ষে তাসনিম ইতিকাফে যোগদান না করলেও কুরআন খতম করার মানসিকতা নিয়ে প্রতি রাতে তাড়াতাড়ি ও অস্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন।

(ক) 'আন্-নূর' শব্দের অর্থ কী?

(খ) 'আযিযুন আলাইহি' বাক্যটি ইযহারের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা কর।

(গ) তাসনিমের কুরআনা তিলাওয়াতে শরিয়তের কোন বিধানটি লঙ্ঘিত হয়েছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) তাসিন রমযানের শেষ দশ দিনের বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদত করার মূল রহস্য সুরা আল-কাদরের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

**উত্তর (ক)**

আন্-নূর শব্দের অর্থ জ্যোতি, আলো।

**উত্তর (খ)**

عَزِيْزٌ عَلَيْهِ বাক্যটি ইযহারের। এখানে তানবিনের ( ـٌ )পরে ইযহারের হরফ ع এসেছে। তাই ইযহারের নিয়ম অনুসারে বাক্যটিকে গুন্নাহ সহকারে স্পষ্ট করে পড়তে হবে। ইযহার তাজবিদের অন্যতম প্রধান একটি নিয়ম।

**উত্তর (গ)**

তাসনিমের কুরআন লিলাওয়াতে শরিয়াতের কুরআন পড়া বিধানের লঙ্ঘন হয়েছে। তাজবিদের প্রতি সে গুরুত্ব দেয়নি।

কুরআন পড়ার নিয়ম হলো তাজবিদ। শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য তাজবিদের নিয়মকানুন মেনে চলা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা মহানবি (স) কে কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম সম্পর্কে বলেছেন, 'আপনি ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করুন।' তাসনিম আল্লাহ তাআলার এই বিধানটিকে অবহেলা করেছে। সে কুরআন খতম দেওয়ার জন্য দ্রুত এবং অস্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেছে। এতে সাওয়াব হওয়ার বদলে গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

কুরআন খতম দেওয়ার চেয়ে শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা জরুরি।

**উত্তর (ঘ)**

তাসিন রমযানের শেষ দশ দিন মসজিদে অবস্থান করে ইতিকাফ করে। ইতিকাফ করা হয় রমযানের শেষ দশ দিনের মাঝে। ইতিকাফের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো কাদরের রাতের সাওয়াব ও মহিমা লাভ করা। সুরা আল কাদরে এই রাত সম্পর্কে বলা হয়েছে, কাদরের রাত হাজার রাতের চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ এই রাতে ইবাদত করলে হাজার রাতের ইবাদতের সাওয়াব লাভ করা যায়। কাদর বিশ রমযানের পরে যেকোনো বেজোড় রাতেই হতে পারে। তাই ইতিকাফ করলে এবং প্রতিরাতে ইবাদত করলে একজন মুসলমান কাদরের রাত পাবে। ইতিকাফের মহিমা এখানেই নিহিত।

তাসিন ইতিকাফে অংশ নিয়ে মসজিদে অবস্থান করছে। কাদরের রাতের মতো মহিমান্বিত রাত তার ইতিকাফের সময়কার রাতগুলোর মাঝে থাকবেই এবং এজন্য সে কাদরের রাতের ফযিলত লাভ করবে। এই উদ্দেশ্যে তাসিন ইবাদতের বিশেষ এই পদ্ধতি অবলম্বন করছে।

**প্র্যাকটিস অংশ:-সৃজনশীল প্রশ্নঃ**

১. শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে ইমাম আহমদ স্যার বলেন, আল-কুরআন ইসলামি শরিয়াহ'র প্রধান উৎস, কুরআন মাজিদ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ , ইহা জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস। (পাঠ -১)

(ক) কোরআন শব্দের অর্থ কী?

(খ) আল কোরআন নাযিল করা হয়েছে কেন?

(গ) কুরআন ইসলামি শরিয়াহ'র প্রধান উৎস - ইমাম আহমদ স্যারের সঙ্গে তুমি একমত কি না ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) 'ইহা জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস' - আহমদ স্যারের বর্ণনা অনুযায়ী এতে কী কী জ্ঞানের বিষয় উল্লেখ আছে? ব্যাখ্যা করো।

২. কুরআন মাজিদ সম্পর্কে জানতে গিয়ে রমজান আলী ইমাম সাহেবকে বল সুমাইয়া ও ইমু সকালে স্যারের বাসার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সুমাইয়া বলল, ওহে ইমু বাসা থেকে এত সুন্দর কীসের আওয়াজ আসছে? ইমু বলল, "এটি অন্য কিছু নয়, বরং মহান গ্রন্থ আল-কুরআনের তিলাওয়াত'। (পাঠ -১)

(ক) কুরআন কত বছর ধরে নাজিল হয়েছিল?

(খ) কুরআনকে আল-ফুরকান বলা হয় কেন?

(গ) সহীহ শুদ্ধ ও সুন্দর কুরআন তিলাওয়াতের জন্য সুমাইয়া ও ইমু কী কী পন্থা অবলম্বন করতে পারে?

(ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত 'এটা অন্য কিছু নয়, বরং মহান গ্রন্থ আল-কুরআনের তিলাওয়াত' উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৩. একজন হাফেজ সাহেব সকাল বেলা কুরআন তিলাওয়াত করেন। এক পথিক তিলাওয়াত শোনে জিজ্ঞেস করল, কুরআনপাকে আল্লাহ কী বলেছেন? হাফেজ সাহেব বললেন, কুরআনে ইহকালীন ও পরকালীন সকল কল্যাণ লাভের পাথেয় বিদ্যমান। এটি শান্তি ও কল্যাণের পথ দেখায় এবং কুরআন মানবজাতির মহামুক্তির সনদ। (পাঠ -১)

(ক) বায়তুল ইয্যাহ কোথায় অবস্থিত?

(খ) কুরআন মানুষের জন্য হেদায়েত স্বরুপ কেন?

(গ) কীভাবে কুরআন দুনিয়ার শান্তি ও কল্যাণের পথ দেখায় - ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) পবিত্র কুরআন মানবজাতির মহামুক্তির সনদ- বিশ্লেষণ কর।

৪. শরিফুল বলল, যখন কুরআন নাযিল হয়, তখন কাগজ বা ছাপাখানা ছিল না। লেখাপড়া জানা তেমন লোক ছিল না। তাহলে এ মন্তব্য কি আসতে পারে যে, এর মধ্যে মানুষের কিছু কথা ঢুকে গেছে। ইমাম সাহেব বললেন। কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনের বিষয়টি ভালোভাবে অবগত হলে এতে কোনো সন্দেহ থাকবে না। আল্লাহ বলেন "এটি সেই কিতাব, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই"। (পাঠ -১)

(ক) আল-ফুরকান অর্থ কী?

(খ) মাক্কি সূরায় কোন কোন বিষয় বর্নিত আছে?

(গ) জনাব ইমাম সাহেব কীভাবে বুঝবেন যে কুরআন সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়েছে?

(ঘ) "এটি সেই কিতাব, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই- বিশ্লেষণ কর।

৫. বায়েজিদ একজন তরুন শিক্ষার্থী। সে নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত করে এবং সে কোরআন তিলাওয়াতের সব নিয়মকানুন ভালভাবে জানে। কিন্তু তার বন্ধু ওয়াজেদ কারআন তিলাওয়াতের নিয়ম ভালভাবে জানে না। (পাঠ - ২)

(ক) সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদাত কী?

(খ) আমরা নিয়মিত তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত করব কেন?

(গ) ওয়াজেদ কোরআন তিলাওয়াতের নিয়ম না জানার কারনে কী কী সমস্যায় পড়বে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) বায়েজিদের মত সঠিকভাবে কুরআন তিলাওয়াতের সুফল বিশ্লেষণ কর।

৬. কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগীতায় ৮ বছরের ফাহিম প্রথম হলে , আজমল সাহেব তার একমাত্র ছেলে রিফাতকে কুরআন মাজিদ শিখিয়ে বড় আলিম বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। এতে রিফাতের নানা খুশি হয়ে বলেন - "কুরআন তিলাওয়াত শ্রেষ্ঠ ইবাদাত,তোমার কুরআন তিলাওয়াত কর কেননা কিয়ামতের দিন তা স্বীয় পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে।"(পাঠ : ১,২,৩) **[JSC-2012]**

(ক) 'নূন সাকিন ও তানবিনকে' কয়টি নিয়মে পড়তে হয়?

(খ) 'তাজবীদ' বলতে কী বোঝ?

(গ) আজমল সাহেবের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে - বর্ননা কর।

(ঘ) রিফাতের নানার খুশি হওয়ার কারন -উদ্দীপকের হাদিসটির আলোকে ব্যাখ্যা কর।

৭। জুমআর নামায আদায় করতে গিয়ে আশফাক সাহেব শুনতে পেলেন ইমাম সাহেব বলছেন, যে ঘরে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় আসমানবাসীদের নিকট সে ঘরটি উজ্জ্বল দেখায়। এ কথা শুনার পর আশফাক সাহেব প্রতিদিন তার ঘরে নাযিরা কুরআন তিলাওয়াতের ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন।

(ক) তিলাওয়াত শব্দের অর্থ কী?

(খ) নাযিরা তিলাওয়াত বলতে কী বোঝ?

(গ) আশফাক সাহেব কেন নিজ গৃহে নাযিরা তিলাওয়াতের ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) "আসমানবাসীদের নিকট সে ঘরটি এমন উজ্জ্বল দেখায় যেমন জমিনবাসীদের নিকট নক্ষত্ররাজি উজ্জ্বল দেখায়।" বাক্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

৮। "করিয়ো না কখনও পিতৃহীনের
উপরে কখনও উৎপীড়ন
যে জন প্রার্থী তাহাকে দেখিও করো না তিরস্কার কভু।"

(ক) সূরাা আদদুহা কোথায় অবতীর্ণ হয়?

(খ) সূরা আদদুহা কেন নাযিল হয়েছিল?

(গ) "করিয়ো না কখনও পিতৃহীনের উপরে কখনও উৎপীড়ন।" উক্ত কবিতাংশ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

(ঘ) উপরোক্ত কবিতায় ফুটে উঠেছে সূরা আদদুহা-এর মূলমন্ত্র - ব্যাখ্যা কর।

৯। নাঈম ও নোমানের মধ্যে বিতর্ক হয় এই ভিত্তিতে যে, নাঈম বলে, মানুষ চাঁদের চেয়ে সুন্দর; আর নোমান বলে চাঁদ মানুষের চেয়ে সুন্দর। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে তুমুল বিতর্ক হয়। এক পর্যায়ে সমাধানের জন্য তাঁরা মসজিদের খতিব আনিসুজ্জামানের কাছে যান। ইমাম সাহেব পবিত্র কুরআনের অন্যতম সূরা আততীন পাঠ করে ফয়সালা দেন, মানুষ চাঁদের চেয়ে সুন্দর। অতঃপর নাতিদীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করে বলেন, মানুষ সব সৃষ্টির চেয়ে সুন্দর ও সম্মানিত। কিন্তু তাঁরা যখন সুন্দর অবয়বে সৃষ্টিকারী আল্লাহর নাফরমানি করে, তখন তারা সর্বনিকৃষ্টে পরিণত হয়।

(ক) তীন শব্দের অর্থ কী?

(খ) "আমি তাকে নামিয়ে দিয়েছি সর্বনিম্ন স্তরে"- এ আয়াত দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে?

(গ) সর্বোত্তম সৃষ্টি হিসেবে নাঈম ও নোমান তথা মানুষের কর্তব্য কি হওয়া উচিত? সূরা আততীনের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট সূরাটির শিক্ষা আলোচনা করো।

১০। মামুন জানে, কুরআন আল্লাহর বাণী। এতে তার কোনো সন্দেহ নেই। সে আরও জানে কুরআনে রয়েছে সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান। কিন্তু হাদিস মানার প্রশ্নে সে সন্দিহান হয়ে পড়ে। বিষয়টি ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষককে বললে, তিনি বললেন, কুরআন মানা যেমন ফরয হাদিস মানাও তেমনি ফরয। কেননা হাদিস হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা। আর হাদিস মানার নির্দেশ কুরআনেই রয়েছে।

ক. হাদিস কাকে বলে?

খ. হাদিস না মানার পরিণাম কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. হাদিস অনুসরণ করলে কুরআন মেনে চলা হয়, বর্ণনা কর।

ঘ. "হাদিস হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা" - উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

১১। আলিম হলে অনেক সম্মান ও উপহার পাওয়া যায়। তাই যাইদ ঠিক করে বড় হয়ে সে আলিম হবে। খালিদের ইচ্ছা সে ডাক্তার হবে। মানুষ তাকে সম্মান করবে। তার প্রশংসা করবে। তাদের কথা শুনে শিক্ষক বললেন, তোমরা তোমাদের নিয়ত ঠিক করো। কেননা মানুষের কাজের প্রতিদান তার নিয়ত অনুসারে দেওয়া হয়।

ক. নিয়ত অর্থ কী?

খ. নিয়ত ঠিক হওয়া প্রয়োজন কেন?

গ. যাইদ ও খালিদের কাজ কীভাবে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

ঘ. মানুষের কাজের প্রতিদান তার নিয়ত অনুসার দেওয়া হয়। বিশ্লেষণ কর।

১২। হাবীব ও হাসান দুই বন্ধুই আল াহর সন্তুষ্টি অর্জনে বাল্যকাল থেকেই বদ্ধপরিকর। হাবীব বলল, আমি বড় হয়ে দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব। যেখানে ফুল, ফলের গাছ লাগাবো। তা থেকে আল াহর সৃষ্টজীব উপকৃত হবে। হাসান বলল, আমি বড় হয়ে ডাক্তার হয়ে মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করব। মানবতার সেবাই তো বড় সেবা।

ক. বৃক্ষরোপণ করা হাদিসটি কোন হাদিস গ্রন্থ থেকে সংকলিত?

খ. মানবজীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন গুরুত্বপূর্ণ কেন? বুঝিয়ে লেখ।

গ. বৃক্ষরোপণ করে ফসল ফলিয়ে কীভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়? তোমার যুক্তি উপস্থাপন কর।

ঘ. "মানবতার সেবাই তো বড় সেবা" মূল্যায়ন কর।

১৩। শামীম ইসলামের আহকাম সংক্রান্ত পরিভাষাগুলো ভালোভাবে জানার কারণে ইবাদাত-বন্দেগি সঠিকভাবে করতে পারে। সে তার বন্ধু জামালকে জিজ্ঞেস করে যে, "জানাজা নামায কী?" সে উত্তর দেয় 'ফরয'। কেমন ফরয? জিজ্ঞেস করলে সে জানে না বলে উত্তর দেয়।

(ক) ফরয অর্থ কী?

(খ) ফরয ও ওয়াজিবের পার্থক্য কী?

(গ) শামীমের বন্ধুর জানাযা নামায কেন ফরযে কিফাইয়া? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) শামীমের আহকাম সংক্রান্ত পরিভাষা জানা কেন অপরিহার্য? বিশ্লেষণ কর।

১৪। শিহাব ও জালাল সহপাঠী। শিহাব বলল, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলেই মুমিন হওয়া যায়। ইহাই যথেষ্ট। জালাল বলল, তুমি ঠিক বললে না। কেননা ঈমান আনলে মুমিন হওয়া যায় ঠিকই কিন্তু মুমিন থাকতে হলে শরীআতের বিধিবিধান পুরোপুরি মেনে চলা আবশ্যক। তাহলেই জীবন সফল ও সার্থক হবে।

(ক) শরীআতের উৎস কয়টি?

(খ) শরীআতে বলতে কী বোঝ?

(গ) জালালের জীবনের সফলতা ও সার্থকতার সাথে শরীআতের ভূমিকা কতটুকু?

(ঘ) "মুমিন থাকতে হলে শরীআতের বিধিবিধান পুরোপুরি মনে চলা আবশ্যক" - শরীআতের উৎসগুলো বিশ্লেষণ করে বিষয়টি বুঝিয়ে দাও।